International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-II, March 2022, Page No. 26-34
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i2.2022.26-34

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বুদ্ধি (জ্ঞান) : একটি সমীক্ষা

Chandan kumar Mondal
Assistant Teacher- Saknara High School, Purba Bardhaman, West Bengal, India.
Biswajit Pasman
Ph.D Research Scholar, Kazi Nazrul University, Pashim Bardhaman, West Bengal, India.

Abstract

The theory of Knowledge is the most important part of the Nyaya philosophy. Nyaya-Vaishesika system cognition (buddhi) is taken to mean the same thing as apprehension (upalabdhi), knowledge (jnana) and cognisance (pratyaya). That means intellect, apprehension, and knowledge are not different from one other. Nyaya system is called Realism. Because, according to them knower and knowable objects are different and knowledge reveals both of them. Knowledge (buddhi) is a prameya padartha - according to Maharishi Goutama . All knowledge is a revelation or manifestation of object . Knowledge is a attribute (quality/gune) of the self, is always directed to objects . The Sankhya system look upon cognition as a substantive mode or modification (vrtti) of the material principle called buddhi (Mahat). Buddhi is an adhyavasaya. Knowledge is a sattva attribute of buddhi or mahat. For this reason buddhi and knowledge are different. In this paper I want to highlight the Nyaya-Vaishesika philosophy criticism and refutation of the Samkhya views of buddhi.

Keywords**: **guna (quality), jnana (buddhi), mahat, atama (self), prakrti, arthaprakasho buddhi.

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই 'জ্ঞানতত্ত্ব' (The theory of knowledge) বিষয়ক আলোচনা একটি অন্যতম স্থান অধিকার করে আছে। 'জ্ঞান' শব্দটিকে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে 'বুদ্ধি' শব্দের সমার্থক রূপে গণ্য করা হলেও পূর্বপক্ষী সাংখ্যরা কিন্তু 'জ্ঞান' ও 'বুদ্ধি' কে ভিন্ন তত্ত্ব হিসাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র বুদ্ধির লক্ষণ; বুদ্ধির স্বরূপ; বুদ্ধি ইন্দ্রিয়, অর্থ ও মনের গুণ নয়, কেবলমাত্র আত্মারই গুণ-এই কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বপক্ষীদের বুদ্ধি বিষয়ক মতবাদ খণ্ডন পূর্বক ন্যায়-বৈশেষিক স্বীকৃত বুদ্ধি বা জ্ঞান বিষয়ক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞান বা বুদ্ধি পদটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা জ্ঞান যেমন যথার্থ হয় তেমনি অযথার্থও (মিথ্যা জ্ঞান) হয়। অর্থাৎ ভ্রম, সংশয়, স্মৃতি প্রভৃতিও এই জ্ঞানের অন্তর্গত। এই মিথ্যা জ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বলা হয়। আবার এই ভ্রমজ্ঞানকে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের বিভিন্ন সম্প্রদায় 'খ্যাতি'

শব্দের দ্বারা অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ 'খ্যাতি' শব্দের অর্থ শুধুমাত্র জ্ঞান নয়, তাহল ভ্রমজ্ঞান। পাশ্চাত্য দর্শনে 'Knowledge' শব্দটি ন্যায়- বৈশেষিক সম্প্রদায়ের জ্ঞানের সঙ্গে অনেকাংশেই পার্থক্য রয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে 'Knowledge' শব্দটির দ্বারা সত্য-মিথ্যা উভয় জ্ঞানকে বোঝায়। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে 'Knowledge' বলতে শুধুমাত্র সত্যজ্ঞানকে বোঝালেও মিথ্যা জ্ঞানের ক্ষেত্রে 'Knowledge' শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। এই কারণে পাশ্চাত্য দর্শনে যা মিথ্যা-তা কখনও 'Knowledge' পদবাচ্য নয়।

ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত বুদ্ধি বা জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা দরকার যে বুদ্ধি বা জ্ঞান যে 'গুণ' নামক পদার্থের প্রকারভেদ, সেই 'গুণ' সম্পর্কে। গুণ হল বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্তম পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় পদার্থ। মহর্ষি কণাদের মতে যা দ্রব্যাশ্রয়ী, অগুণবান এবং যেটি সংযোগ ও বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ নয়, তাই হল গুণ।[১] অন্নংভট্টের মতে যা সামান্যবান্ পদার্থ দ্রব্য ও কর্ম থেকে ভিন্ন, তাই হল গুণ।[২] এই 'গুণ' নামক পদার্থের প্রকারভেদ প্রসঙ্গে আচার্য প্রশস্তপাদের মতে বৈশেষিক স্বীকৃত মোট গুণ পদার্থ চব্বিশ প্রকার (২৪ প্রকার)। এই চব্বিশ প্রকার গুণের মধ্যে মহর্ষি কণাদ রূপ, রস গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন-এই সতেরোটি (১৭টি) গুণ স্বীকার করলেও প্রশস্তপাদের বক্তব্য অনুযায়ী মহর্ষি কণাদ সূত্রোক্ত 'চ' কার শব্দ দ্বারা গুরুত্ব, দ্রব্যত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং শব্দ-এই সাতটি(৭টি) গুণের উল্লেখ থাকার জন্য মোট গুণ চব্বিশ প্রকারই।[৩(ক,খ)] অন্নংভট্ট, জগদীশ তর্কালঙ্কার, কেশব মিশ্র, শিবাদিত্য মিশ্র প্রমুখ দার্শনিকদের মতেও-রপ-রসাদি প্রভৃতি গুণ চব্বিশ (২৪ টি) প্রকার।[৪(ক,খ,গ,ঘ)] এই চব্বিশ প্রকার গুণের মধ্যে আমার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল 'বুদ্ধি' (জ্ঞান) নামক গুণ পদার্থ।

মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্র' গ্রন্থে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থ স্বীকার করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল 'বুদ্ধি'।[৫] আচার্য প্রশস্তপাদ, কেশব মিশ্র প্রমুখ দার্শনিকদের মতে বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান, প্রত্যয় প্রভৃতি একই পদার্থ।[৬(ক,খ)] যদিও বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান ও প্রত্যয়-এগুলিকে অনেক দার্শনিক 'পর্যায় শব্দ' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কারণ এই শব্দগুলি শক্তিদ্বারা একই অর্থের বোধক হয় বলে এগুলিকে পর্যায় শব্দ বলে। যেমন-বুদ্ধি শব্দের অর্থ যেমন জ্ঞান, সেইরূপ উপলব্ধি শব্দের অর্থও জ্ঞান। মহর্ষি গৌতমের মতে বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান-এরা অর্থান্তর নয়, একই পদার্থ।[৭] অর্থাৎ এই তিনটি একার্থক পর্যায় শব্দ। জ্ঞান সর্বজীবের প্রসিদ্ধ পদার্থ। এই কারণে যাকে জ্ঞান বলা হয়, সেই অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানত্বরূপ জাতিবিশিষ্ট হল বুদ্ধি। এই বুদ্ধির নামান্তর উপলব্ধি। 'জ্ঞা' ধাতু এবং 'বুধ' ধাতু ও উপপূর্বক 'লভ' ধাতুর সমানার্থ।

কেশব মিশ্র বুদ্ধির স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, অর্থ বিষয়ক প্রকাশ বা জ্ঞান হল বুদ্ধির স্বরূপ ('অর্থ প্রকাশো বুদ্ধিঃ')।[৮] মন এবং ছয়টি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা অর্থের জ্ঞান আত্মারই হয়ে থাকে। কেননা আত্মার বিশেষ গুণ হল বুদ্ধি। যদিও এই বুদ্ধি নামক গুণ শুধুমাত্র জীবাত্মাতেই সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। বুদ্ধির লক্ষণে যদি 'প্রকাশ' পদটি যদি না দেওয়া হয় তাহলে বস্তুমাত্রে বুদ্ধির লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষ হত। কেননা অর্থ পদটি দ্বারা সকল বস্তু সংগৃহীত হয়ে থাকে। আবার যদি 'অর্থ' পদটি বুদ্ধির লক্ষণে না দেওয়া হয় তাহলে প্রদীপ প্রভৃতির প্রকাশে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষ হয় বলে 'অর্থ' পদ যুক্ত হওয়ায় সেই দোষ হয় না। কেননা বুদ্ধিরূপ প্রকাশই অর্থ বিষয়ক হয়ে থাকে। তাছাড়া ন্যায়- বৈশেষিক মতে বুদ্ধির কাজ হল পদার্থকে প্রকাশ করা। অর্থাৎ জ্ঞান বিষয়ের প্রকাশক বলেই, জ্ঞান মাত্রই কোন না কোন বিষয়ের জ্ঞান। এই কারণে ন্যায়-বৈশেষিক মতে জ্ঞান সবিষয়ক। কিন্তু জ্ঞান কেবল বিষয়কে প্রকাশ করলেও নিজেকে প্রকাশ করে না।

প্রত্যক্ষ (অনুব্যবসায়), অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা জ্ঞান প্রকাশিত হয়। বুদ্ধি বা জ্ঞান প্রদীপের মত পৃথকভাবে অস্তিত্বশীল পদার্থকে প্রকাশ করে। পদার্থ রূপে জাগতিক বস্তু সকলই জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ জ্ঞাতা বা কর্তা যখন বিষয়কে (পদার্থ) জানে তখনই সেই পদার্থ জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয় হয়, নচেৎ জ্ঞান হয় না।

পূর্বপক্ষী সাংখ্য, যোগ, বৌদ্ধ, বেদান্ত, প্রভাকর মীমাংসক প্রভৃতি দর্শন সম্প্রদায়ের মতে জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করার সময় নিজেকেও প্রকাশ করে। যেমন-সূর্য জগৎকে প্রকাশ করার সময় নিজেকেও প্রকাশ করে, নিজেকে প্রকাশ করার জন্য অন্য কোন আলোকের দরকার হয় না, তেমনি যে ক্ষণে জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করে, সেই একই ক্ষণেই সে নিজেকেও প্রকাশিত করে। নিজেকে প্রকাশ করার জন্য অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। কিন্তু ন্যায় মতে জ্ঞান ত্রি-ক্ষণবর্তী। অর্থাৎ প্রথম ক্ষণের উৎপন্ন জ্ঞান দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি লাভ করে এবং তৃতীয় ক্ষণে তার বিনাশ হয়। সাংখ্য মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশক। এই সম্প্রদায়ের মতে জ্ঞান ও আত্মা এক। এই স্বপ্রকাশক জ্ঞানই চৈতন্য হলেও বুদ্ধি থেকে তা পৃথক। সাংখ্য মতে জড় বা অচেতন প্রকৃতি বা প্রধান বা অব্যক্তের প্রথম পরিমাণ হল বুদ্ধি বা মহৎ বা মহান। এই কারণে বুদ্ধিও জড় হওয়ায় বুদ্ধিকে আর স্বপ্রকাশ বলা হয় না। কিন্তু চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ বা আত্মা বুদ্ধি বৃত্তিতে প্রকাশিত হয় বলে বুদ্ধির ধর্মসূমহ পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র। যেমন-সরোবরের জলে যখন সূর্যের প্রতিবিম্ব পরে, সেই সময় যদি জলের মধ্যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাহলে সূর্যকেও সেইরূপ তরঙ্গায়িত বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ নির্গুণ, কূটস্থ ও ক্রিয়াশূন্য হলেও বুদ্ধিবৃত্তির ধর্ম পুরুষে আরোপিত হয় এবং পুরুষধর্ম চৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তিতে অধ্যস্ত হওয়ায় 'আমি ঘটকে জানি' –এই রূপ বোধ আমাদের হয়। অতএব তাঁদের মতে জ্ঞান 'জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়'- এই উভয়েরই প্রকাশক হলেও জ্ঞান ও জ্ঞাতা এক। বিষয় প্রকাশের ক্ষেত্রে বুদ্ধিতে অধ্যস্ত হওয়ায় ফলেই জ্ঞাতাকে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে জানা যায়। কিন্তু জ্ঞান মাত্রই স্বপ্রকাশক।[৯] এই আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে 'জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করে'- এই বিষয়ে সকল দর্শন সম্প্রদায় এক মত পোষণ করলেও বিষয় প্রকাশক জ্ঞান নিজেকে প্রকাশ করে কি-না, এবিষয়ে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

তর্কভাষাকার মতানুযায়ী যা অর্থবিষয়ক তাই বুদ্ধি ('অর্থবিষয়িনী বুদ্ধিঃ')[১০]- এইরূপ বুদ্ধির লক্ষণ করা হলে ইচ্ছা, দ্বেষ, কৃতি ও সংস্কার প্রভৃতিতে বুদ্ধির লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ ইচ্ছা প্রভৃতিও অর্থবিষয়ক। কিন্তু 'প্রকাশ' পদটির দ্বারা বিষয়ক রূপ অর্থ গৃহীত হয় বলে ইচ্ছাদি প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি দোষ হওয়ার সম্ভাবনার ফলে বুদ্ধির পরিষ্কৃত লক্ষণটি হল 'জানামীত্যনুব্যবসায়বিষয়বৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যজাতিমতী বুদ্ধিঃ'। অর্থাৎ জানামি এই অনুব্যবসায় জ্ঞানের বিষয়ে বিদ্যমান যে গুণত্বব্যাপ্য জাতি, সেই জাতিবিশিষ্টই হল বুদ্ধি। যে জ্ঞান কেবল বিষয়কে প্রকাশিত করে, সেই জ্ঞান হল ব্যবসায়। এই ব্যবসায় নামক জ্ঞানকে বিষয় করে যে জ্ঞান হয়, সেটি হল অনুব্যবসায়। অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান হল অনুব্যবসায়। এই অনুব্যবসায় পূর্বে উৎপন্ন জ্ঞান বিষয়ক হওয়ায় জ্ঞানরূপ বুদ্ধি হল অনুব্যবসায়ের বিষয়। এই বিষয়যুক্ত বুদ্ধিতে বিদ্যমান যে গুণত্বজাতির বুদ্ধিত্ব জাতি, তা সমস্ত জ্ঞানরূপ বুদ্ধিতে থাকায় বুদ্ধির উক্ত লক্ষণটি সুসঙ্গত হয়। কিন্তু আশঙ্কা হতে পারে যে এই জাতিঘটিত লক্ষণ অপেক্ষা 'জানামীত্যনুব্যবসায়বিষয়গুণঃ বুদ্ধিঃ' – এই রূপ লঘুলক্ষণই যথার্থ হোক। কারণ আত্মা গুণস্বরূপ না হওয়ায় তাতে অতিব্যাপ্তি হয় না-এই আশঙ্কাও ঠিক নয়। কেননা নির্বিকল্পক জ্ঞানে লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষ হয়। কারণ নির্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্দ্রিয় বলে তাতে মানসপ্রত্যক্ষরূপ অনুব্যবসায়ের বিষয়তা থাকে না। এই কারণে জাতিঘটিত লক্ষণটিই যথার্থ।

অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে বুদ্ধির লক্ষণে বলেছেন 'সর্বব্যবহারহেতুঃ গুণঃ বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্'। অর্থাৎ সমস্ত ব্যবহারের (শব্দ ব্যবহার) হেতু যে গুণ, তা বুদ্ধিরূপ জ্ঞান।[১১] তিনি তাঁর দীপিকাটীকায় 'গুণ' ও 'সর্বব্যবহার' এই দুটি পদের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। বুদ্ধির লক্ষণ থেকে যদি গুণ পদটি বাদ দেওয়া হয় তাহলে দিক, কাল প্রভৃতিতে বুদ্ধির লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে। এই দোষ নিবারণের জন্যই বুদ্ধির লক্ষণে গুণ পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। আবার বুদ্ধির লক্ষণ থেকে যদি 'সর্বব্যবহারহেতু' পদটি বাদ দেওয়া হয় তাহলে রূপ, রস প্রভৃতিতে বুদ্ধির লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে। এই দোষ বারণের জন্যই সর্বব্যবহারহেতু পদটির উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তর্কসংগ্রহকার প্রদত্ত বুদ্ধির এই লক্ষণটি নির্বিকল্পক জ্ঞানে অব্যাপ্তি দোষ হয়। কেননা নির্বিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষরূপে ব্যবহারের হেতু হলেও অন্য কোন ব্যবহারের হেতু না হওয়ায় সর্বব্যবহার হেতুত্ব নির্বিকল্পক জ্ঞানে থাকে না। এই কারণেই উক্ত দোষ নিবারণের জন্যই বলা হয়েছে যে নির্বিকল্পক জ্ঞান সাক্ষাৎভাবে সকল প্রকার ব্যবহারের হেতু না হলেও সবিকল্পক জ্ঞানের দ্বারা সকল ব্যবহারের হেতু হতে পারে। ন্যায় মতে নির্বিকল্পক জ্ঞান হল প্রত্যক্ষের প্রাথমিক স্তর। এই কারণে নির্বিকল্পক জ্ঞান না হলে, সবিকল্পক জ্ঞান হয় না। সবিকল্পক না হলে ব্যবহারও উৎপন্ন হয় না। এর ফলে নির্বিকল্পকও সবিকল্পক দ্বারা পরম্পরায় সকল ব্যবহারের হেতু হয়। এভাবে নির্বিকল্পক জ্ঞান কারণের কারণ হলেও ব্যাপারবান হওয়ায় অকারণ নয়। ব্যাপারের দ্বারা ব্যাপারী অকারণ হয় না বলে সবিকল্পক ব্যাপারের দ্বারা নির্বিকল্পক সকল ব্যবহারের হেতুর জন্যই বুদ্ধির লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হয় না। অন্নংভট্ট তাঁর দীপিকাটীকায় বুদ্ধির আরও একটি বিকল্প লক্ষণ উল্লেখ করে বলেছেন, 'জানামি ইতি অনুব্যবসায়গম্য জ্ঞানত্বং লক্ষণমিতর্থ্য'।[১২] অর্থাৎ অনুব্যবসায় রূপ যে জ্ঞানত্ব জাতি, সেই জ্ঞানত্বজাতিমান পদার্থ হল জ্ঞান। ন্যায় মতে কোন জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশিত হয় না, পরবর্তী অন্য কোন জ্ঞানে তা প্রকাশিত হয়, সেই পরবর্তী জ্ঞানটি হল অনুব্যবসায় নামক আন্তর প্রত্যক্ষ। অনুব্যবসায় রূপ আন্তর প্রত্যক্ষে ব্যবসায় নামক মূল পদার্থটি একটি জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হয়। ঐ মূল জ্ঞানগুলির প্রত্যেকটিতে অনুগত যে ধর্ম আছে, তা হল জ্ঞানত্ব জাতি। এটিই বুদ্ধির লক্ষণ।

সাংখ্য দর্শনে যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব (পুরুষ, প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত) বা প্রমেয় তত্ত্ব স্বীকার করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হল বুদ্ধি বা মহৎ বা মহান্। প্রকৃতি থেকেই মহান্ উৎপন্ন হয়। যুক্তিদীপিকা অনুসারে মহান্, বুদ্ধি, মতি বা ধৃতি, ব্রহ্মা, পূর্ত্তি, খ্যাতি, ঈশ্বর, বিখর ইত্যাদি মহানের পর্যায় শব্দ। বহু দেশ ও বহু কালে থাকে বলেই তাঁকে মহান্ বলা হয়। সমস্ত প্রকার উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে তার থেকে বড় আর কেউ নেই বলে তিনি মহান্।[১৩] আবার উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে ইহা মহৎ বা সর্বাধিক পরিমাণযুক্ত বলে বুদ্ধিকে 'মহান্' বলা হয়। F.Max Muller বুদ্ধির কয়েকটি প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দের (Synonyms) উল্লেখ করেছেন, যথাঃ -Manas, mind, mati, thought, mahat, the great, brahm*ā*, masc, khy*ā*ti, discrimination, pragñā, wisdom, sruti, inspiration, dhriti , firmness, pragñānasantati, continuity of thought, smriti, memory, dhī and meditation, intellect.* ঈশ্বরকৃষ্ণ ও মহর্ষি কপিল উভয়েই বুদ্ধির লক্ষণে বলেছেন 'অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ।[১৪ (ক,খ)] অধ্যবসায় বুদ্ধির অসাধারণ ধর্ম। এই অধ্যবসায়ই হল বুদ্ধির লক্ষণ। বাচস্পতি মিশ্রের মতে অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয় বৃত্তিটি বুদ্ধির ধর্ম, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবিশিষ্টকে এক বলায় অধ্যবসায়কেই বুদ্ধি বলা হয়।[১৫] এটি আমার

* Muller, F.Max. The six system of Indian Philosophy. London : Longmans, green and Co, 1919, P-248

কর্তব্য'- এরূপ অধ্যবসায় হল বুদ্ধির অসাধারণ ধর্ম। কেননা এটি বুদ্ধি ভিন্ন অন্য কারোর ধর্ম নয়। ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঈশ্বর্য্য-এই চারটি হল বুদ্ধির সাত্ত্বিক ধর্ম এবং এদের বিপরীত, অর্থাৎ অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য-এই চারটি হল বুদ্ধির তামস ধর্ম। এক কথায় সাংখ্য মতে জ্ঞান বুদ্ধির একটি ধর্ম বিশেষ হওয়ায় বুদ্ধি ও জ্ঞান ভিন্ন। আবার জ্ঞান শুধুমাত্র যে বুদ্ধির ধর্ম, তা নয়। বুদ্ধিতত্ত্বেরই পরিণাম হল জ্ঞান। অতএব বুদ্ধি ও জ্ঞান পরস্পর ভিন্ন। যেমন-দধি হল দুগ্ধের পরিণাম বিশেষ। অতএব দধি ও দুগ্ধ ভিন্ন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের মতে 'বুদ্ধিতত্ত্বস্য পরিণামবিশেষো জ্ঞানম্'- এরূপ ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা বুদ্ধি ও জ্ঞান যে ভিন্ন তা বিবক্ষিত হয়। কেননা ভেদযুক্ত স্থানে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়ে থাকে। ঈশ্বরকৃষ্ণ যে ত্রয়োদশ (১৩টি) করণের (পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি) উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে 'বুদ্ধি' হল অন্যতম (সাংখ্যকারিকা-৩২)। উক্ত ত্রয়োদশ করণের মধ্যে অন্তঃকরণ তিনটি, যথা-মন, বুদ্ধি ও অহংকার। এই তিনটি করণের বৃত্তি শরীরের অভ্যন্তরে নিষ্পন্ন হয় বলে এদের একত্রে অন্তঃকরণ বলা হয়।[১৬] অর্থাৎ বুদ্ধি হল অন্তঃকরণ বৃত্তি।

সাংখ্য দর্শনে বুদ্ধি ও জ্ঞান ভিন্ন হলেও ন্যায়-বৈশেষিকগণের মতে বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান ভিন্ন নয়, একই পদার্থ। এ প্রসঙ্গে কাশ্মীরি নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট তাঁর 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে বলেছেন মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত এক পর্যায়যুক্ত উক্ত তিনটি পদার্থকে অভিন্ন বলার অন্যতম কারণ হল সাংখ্য সম্মত বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান যে ভিন্ন পদার্থ-এই বিষয়টি খন্ডন করা। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম হল বুদ্ধি বা মহৎ। জ্ঞান হল সেই বুদ্ধিরই পরিণাম। কারণ জ্ঞান হল বুদ্ধির ধর্ম। কিন্তু মহর্ষি গৌতম সাংখ্যদের এই যুক্তি খণ্ডন করে বলেছেন জীবাত্মাতেই প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানরূপ বিশেষ গুণ জন্মায় এবং সেটি জীবাত্মারই চৈতন্য বিশেষ। যেহেতু বৈশেষিক মতে জ্ঞান বা বুদ্ধি হল আত্মার বিশেষ গুণ, সামান্য গুণ নয়। কারণ জ্ঞান নামক গুণ আত্মা ছাড়া অন্য কোন দ্রব্যে থাকে না। আবার মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্র' গ্রন্থে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, জ্ঞান প্রভৃতিকে আত্মার লিঙ্গ বা জীবাত্মার অস্তিত্ব সাধক অনুমাপক বলেছেন। এই কারণেই ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন জ্ঞান কখনই বুদ্ধিরূপ জড় পদার্থ স্বরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম নয়। কারণ তাহলে বুদ্ধিকেই চেতন জ্ঞাতা বলতে হয়। কিন্তু সাংখ্য মতে বুদ্ধি অচেতন। কেননা জড় প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি হওয়ার জন্য, বুদ্ধিকেও জড় বা অচেতন বলতে হয়।

সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী পুরুষ নির্গুণ, কূটস্থ ও ক্রিয়াশূন্য বলে বুদ্ধির ধর্ম সমূহ (জ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি) পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র। এর ফলে পুরুষ ও বুদ্ধির মধ্যে সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়। কিন্তু মহর্ষি গৌতমের মতে সাংখ্যদের এই যুক্তিও ঠিক নয়। কারণ বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ জানে, আবার চেতন আত্মা উপলব্ধি করে- এটা অনুভববিরুদ্ধ। কারণ ন্যায় মতে কোন বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান হলে 'আমি এটা জানি', 'আমি এটা উপলব্ধি করি' – এইরূপে জীবাত্মাই সেই জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ করে থাকেন। এর থেকে ন্যায়-বৈশেষিকগণ সিদ্ধান্ত করেন জ্ঞান ও উপলব্ধি যে এক এবং এদের আধার হল জীবাত্মা- এটি অনুভবসিদ্ধ। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন- এই তিনটিকে একত্রে সাংখ্য দর্শনে অন্তঃকরণ বলা হলেও ন্যায়-বৈশেষিকগণ জীবের পরিণামভেদে উক্ত তিনটিকে এই নামত্রয় রূপে স্বীকার করেন না। তাঁদের যুক্তি হল মন যেহেতু অন্তরিন্দ্রিয় সেহেতু মনই অন্তঃকরণ এবং অহংকার ও অভিমান জীবেরই ভ্রমজ্ঞান বিশেষ –এর অতিরিক্ত কিছু নয়। অতএব ন্যায়-বৈশেষিক মতে জ্ঞান, উপলব্ধি ও বুদ্ধি একই পদার্থ এবং তা জীবাত্মাতেই উৎপন্ন হয়।[১৭]

সাংখ্যমতে বুদ্ধি ও জ্ঞান ভিন্ন বা পৃথক তত্ত্ব এবং বুদ্ধিতত্ত্বের পরিণাম হল জ্ঞান। এই কারণে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের মতে মহর্ষি গৌতম বুদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে ভেদজ্ঞান নিবারণের জন্য 'অনর্থান্তরম্' পদের উল্লেখ

করেছেন। 'অনর্থান্তরম্' পদের অর্থ হল – 'অন্যঃ অর্থঃ অর্থান্তরম্, ন অর্থান্তরম্ অনর্থান্তরম্।' অর্থাৎ 'অনর্থান্তর' পদের অর্থ হল সমানার্থক বা অভিন্ন অর্থ বা অর্থান্তর বা ভিন্ন অর্থ নয়। মহর্ষি গৌতমের মতে যে পদার্থ বুদ্ধি নামে অভিহিত, সেই একই পদার্থ উপলব্ধি বা জ্ঞান পদের দ্বারাও বিবক্ষিত। এজন্য বিশ্বনাথ তাঁর 'ন্যায়সূত্রবৃত্তি:' গ্রন্থে সাংখ্যমত খন্ডন করার উদ্দেশ্যে মহর্ষি গৌতমক্তো 'অনর্থান্তরম্' পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন 'অনর্থান্তরম্- সমানার্থকম্, ন তু সাঙ্খ্যানামিব...।[†]

সাংখ্য মতে বুদ্ধি জড় হলেও তাকেই কর্তা বলা হয়েছে। কিন্তু আচার্য উদয়নের মতে জড় কি করে কর্তা হয়? কর্তাকে অবশ্যই চেতন হতে হবে। পুরুষ যেহেতু চেতন, সেহেতু পুরুষই কর্তা হোক। আর পুরুষ কর্তা হলে ধর্মাধর্ম পুরুষ বা আত্মাতেই উৎপন্ন হবে। আর তা না হলে ধর্মাধর্ম অনুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগ সম্ভব হবে না; ভোগ আত্মাতেই উৎপন্ন হয়।[১৮] পূর্বেই বলা হয়েছে যে সাংখ্য মতে জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম। কারণ জ্ঞান বুদ্ধির পরিণাম বিশেষ এবং চৈতন্য আত্মার স্বরূপ বলে আত্মা চেতন। কিন্তু ন্যায়ভাষ্যকার পূর্বপক্ষীর এই যুক্তি খন্ডন প্রসঙ্গে বলেছেন চৈতন্য থেকে জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ হলে পুরুষেরও ভেদ কেন স্বীকার করা হবে না? 'আমি চৈতন্যবিশিষ্ট', 'আমি দর্শন করিতেছি' ইত্যাদি প্রকার অনুভব দ্বারা পুরুষ বা আত্মাই যে ঐ বোধের কর্তা বা আশ্রয় তা প্রমাণিত।[১৯]

আচার্য উদয়ন আরও বলেছেন 'চেতন আমিই কর্তা' –এরূপ জ্ঞানের প্রমাত্ব বিষয়ে কোন বাধক নেই। বুদ্ধি কখনও কর্তা হতে পারে না। কারণ সাংখ্য মতে বুদ্ধি পরিণামী ও জড়। বুদ্ধির চেতনা ও কর্তৃত্ব উভয়ই স্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ তাঁর মতে 'চেতন আমিই কর্তা'- এই অনুভবের দ্বারা জড় বুদ্ধি যে কর্তা, তা বাধিত। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন পূর্বপক্ষীর মত উল্লেখ করে বলেছেন অচেতন বা জড় বুদ্ধি চেতন সম্পন্ন পুরুষে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে চেতনামান হলে নিজেকে 'চেতন' বলে অভিমান করে থাকেন।[২০] কিন্তু বুদ্ধি অচেতন হওয়ার জন্য নৈয়ায়িকদের যুক্তি হল চৈতন্য যেমন আত্মনিষ্ঠ, তেমনি ইচ্ছা, দ্বেষ, কৃতি প্রভৃতিও আত্মনিষ্ঠ। আমি করি, জানি ইত্যাদি অভ্রান্ত প্রতীতি দ্বারা আত্মার ধর্ম বলে অনুভূত হয়। তবে ঐ 'আমি' পদটি আত্মার সঙ্গে বুদ্ধির ভেদাগ্রহবশতঃ আত্মার জ্ঞানাদি গুণগুলি বুদ্ধিতে আরোপিত হলে লোকে ঐ গুলিকে বুদ্ধির ধর্ম বলে মনে করে, আসলে ঐ গুণগুলি বুদ্ধির ধর্ম নয়, আত্মারই ধর্ম।

সাংখ্যরা বুদ্ধিকে কর্তা বললেও নৈয়ায়িকদের প্রশ্ন ঐ বুদ্ধি নিত্য না অনিত্য? এর উত্তরে হরিদাসীটীকায় বলা হয়েছে যদি বুদ্ধি নিত্য হয় তাহলে বুদ্ধি উপহিত আত্মাও নিত্য হবে। এর ফলে মুক্তি সম্ভব নয়। আর যদি বুদ্ধি অনিত্য হয় তাহলে বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্বে তার ধর্মাধর্ম থাকে না। ধর্মাধর্ম না থাকলে শরীরাদির উৎপত্তি সম্ভব নয়।[২১] এর থেকে ন্যায়-বৈশেষিকরা সিদ্ধান্ত করেন বুদ্ধি নিত্য ও কর্তা নয় এবং জ্ঞান বা বুদ্ধিই হল আত্মার গুণ বা ধর্ম। এ প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট জ্ঞানের অধিকরণ বা আশ্রয় কে আত্মা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে জ্ঞানাধিকারণত্ব হল আত্মার লক্ষণ।[২২] কিন্তু জ্ঞান আত্মার নিত্য গুণ নয়, আগন্তুক গুণ। অর্থাৎ এই গুণ আত্মায় সব সময় থাকে না। যেমন-সুষুপ্তিকালে ও মুক্তির সময় আত্মায় জ্ঞান থাকে না, জ্ঞান উৎপন্ন হয় মাত্র। ন্যায়-বৈশেষিক মতে আত্মা বিভু পদার্থ হওয়ায় সুষুপ্তিকালে আত্মার সঙ্গে মনের কোন সংযোগ নেই। এমনকি বিষয়ের সঙ্গেও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নেই। কারণ মন সুষুপ্তিকালে পুরীতৎ নাড়ীতে অবস্থান করে। এই নাড়ী শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থান করার জন্য উক্ত নাড়ীতে বায়ু চলাচল করতে না পারায় মনের সঙ্গে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কোন সম্বন্ধ থাকে না। এই কারণে সুষুপ্তিকালে আত্মমনঃসংযোগ না হওয়ার জন্য জ্ঞানও উৎপন্ন

[†] আলি, সেখ সাবির (সম্পাদিত ও অনুবাদক)। ন্যায়সূত্রবৃত্তিঃ- ১৫। কলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১৫, পৃঃ ১৪১-১৪২।

হয় না। অন্যদিকে মুক্তাবস্থায় আত্মাতে সুখ, দুঃখ, ও জ্ঞান এই বিশেষ গুণগুলি থাকে না। কেননা মুক্তাবস্থায় অদৃষ্ট না থাকায় আত্মাতে সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। এই কারণেই ন্যায়-বৈশেষিক মতে সুষুপ্তিকালে ও মুক্তিতে আত্মায় কোন জ্ঞান থাকে না।

পূর্বপক্ষী আপত্তি তুলে বলেছেন বুদ্ধি বা জ্ঞান আত্মার গুণ হলেও ইন্দ্রিয়, অর্থ ও মনের গুণ নয় কেন? উত্তরে ন্যায়সূত্রকার বলেছেন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও অর্থের গুণ নয়। কারণ ইন্দ্রিয় ও অর্থসমূহের বিনাশ হলেও জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। যেমন- 'আমি দেখেছিলাম' এরূপ জ্ঞান হয়। কিন্তু জ্ঞাতা বিনষ্ট হলে জ্ঞান হতে পারে না। আবার বুদ্ধি যে মনের গুণ নয় তার কারণ হিসাবে মহর্ষি গৌতম বলেছেন বলেছেন যুগপৎ জ্ঞেয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় যে মন অনুমিত হয়, জ্ঞান তার গুণ নয়।[২৩] তাছাড়া মন জ্ঞাতা বা জ্ঞানের কর্তা নয় বলে জ্ঞান গুণ নয়। তিনি আরও বলেন মন অতি সূক্ষ বলে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার সংযোগ অসম্ভব হওয়ায় একই সময়ে সকল ইন্দ্রিয়জন্য সমস্ত প্রত্যক্ষ হয় না। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সন্নিকর্ষ না থাকায় সেই সকল জ্ঞানের উৎপত্তিও হয় না।[২৪] অতএব জ্ঞান বা বুদ্ধিই হল আত্মারই গুণ; ইন্দ্রিয় , অর্থ ও মনের গুণ নয়।

এই আলোচনা থেকেই ন্যায়-বৈশেষিকগণ পূর্বপক্ষীর মত খন্ডন করে সিদ্ধান্ত করেন যে প্রমেয় পদার্থ রূপ বুদ্ধি বা জ্ঞানই হল আত্মার বিশেষগুণ। এই বুদ্ধিরূপ গুণ পদার্থ সর্বব্যবহারের হেতু এবং তা সবিষয়ক। বুদ্ধি ও জ্ঞান ভিন্ন এবং এই জ্ঞানই হল বুদ্ধির সাত্ত্বিক ধর্ম- পূর্বপক্ষী সাংখ্যের এই মত খন্ডন করে ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন বুদ্ধি ও জ্ঞান ভিন্ন নয়, একই পদার্থ।

তথ্যসূত্র:

১) দ্রব্যাশ্রয়্যগুণবান সংযোগবিভাগেষ্বকরণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্। বৈশেষিক দর্শনম্ - ১/১/১৬। পঞ্চানন ভট্টাচার্য কৃত বঙ্গানুবাদ, কলিকাতাঃ বঙ্গবাসী ইলেকট্রোমেসিন প্রেস, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৮।

২) দ্রব্য কর্ম ভিন্নত্বে সতি সামান্যবান্ গুণঃ। দীপিকাটীকা-১/৪। অরবিন্দ বসু কর্ত্তৃক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, কলকাতাঃ মিত্রম প্রকাশক, ২০১৭, পৃঃ ৪১

৩) ক) রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণামি পৃথকত্বং সংযোগ-বিভাগৌ পরাত্বপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখ-দুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ। বৈশেষিক দর্শনম্-১/১/৬। পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্যকৃত বঙ্গানুবাদ, কলিকাতাঃ বঙ্গবাসী ইলেকট্রোমেসিন প্রেস, ১৩১৩ সন, পৃঃ ৩০

খ) গুণাশ্চ রূপসগন্ধস্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃথকত্বসংযোগবিভাগ পরত্বাপরত্ববুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছেষ প্রযত্নাশ্চেতি কণ্ঠোক্তা সপ্তদশ। চশব্দ সমুচিচতাশ্চ গুরুত্বদ্রব্যত্বস্নেহসংস্কারাদৃষ্টাশব্দাঃ সপ্তৈবেত্যেবং চুতর্বিংশতি গুণাঃ। প্রশস্তপাদভাষ্য (প্রথম ভাগঃ)-৪। ব্রম্মচারী মেধাচৈতন্য, দীননাথ ত্রিপাঠী ও দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রয় অনুবাদকারিকা, কলকাতাঃ সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২১, পৃঃ ১১১

৪) ক) রূপ-রস-গন্ধ...সংস্কারঃচতুর্বিংশতি গুণাঃ। তর্কসংগ্রহ-৪। অরবিন্দ বসু কৃত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, কলকাতাঃ মিত্রম প্রকাশক, ২০১৭, পৃঃ ৪১

খ) অথ গুণা কথ্যন্তে,-রূপ-রস-গন্ধ... চতুর্বিংশতিগুণাঃ। তর্কামৃত-১৫। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ, কলিকাতাঃ লোটাস লাইব্রেরী, ১৮৪০ শকাব্দ, পৃঃ ১৭।

গ) রূপ-রস-গন্ধ...চতুর্বিংশতিধা। তর্কভাষা (দ্বিতীয় খন্ড)। শ্রী গঙ্গাধর কর কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতিসহিতা, কলকাতাঃ মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৯, পৃঃ ২০৮।

ঘ) ভট্টাচার্য, ড. তপন শঙ্কর (সম্পাদিত)। সপ্তপদার্থী- ৪। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২, পৃঃ ৪৫।

৫) আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গান্ত প্রমেয়ম্। ন্যায়সূত্র (প্রথম খণ্ড)-১/১/৯। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক অনুদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত, কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৭, পৃঃ ১৯৬

৬) ক) বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানং প্রত্যয় ইতি পর্যায়াঃ। প্রশস্তপাদভাষ্যম্ (দ্বিতীয় খণ্ড-বুদ্ধি প্রকরণ)। ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম ও দীননাথ ত্রিপাঠি কৃত অনুবাদকারিকা, কলকাতা সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২১, পৃঃ ২৯৭

খ) বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানং প্রত্যয় ইত্যাদিভিঃ পর্যায়শব্দৌঃ। তর্কভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড)। গঙ্গাধর কর কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতিসহিতা, কলকাতাঃ মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৯, পৃঃ ৪২২

৭) বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্। ন্যায়সূত্র-১/১/১৫। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক অনুদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত, কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১১, পৃঃ ২১৯

৮) কর, গঙ্গাধর (সম্পাদিত)। তর্কভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতাঃ মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৯, পৃঃ ২৯৩

৯) রায়, ডঃ রীনা। প্রাভাকর মীমাংসায় প্রমাণ ও প্রমেয় (প্রথম ভাগ)। কলিকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০২, পৃঃ ১৯

১০) কর, গঙ্গাধর (সম্পাদিত)। তর্কভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতাঃ মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৯, পৃঃ ২৯৬

১১) মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা (সম্পাদিত)। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ দীপিকা। কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৫, পৃঃ ১১২

১২) তদেব, পৃঃ ১১৩

১৩) মহাস্বুদ্ধিমতি (ধৃতি) ব্রহ্মাপূর্ত্তি খ্যাতিরীশ্বরো বিখর ইতি পর্যায়াঃ। স তু দেশ মহত্ত্বাৎ কালমহত্ত্বাচ্চ মহান। সর্বোৎপাদ্যেভ্যো মহাপরিমাণযুক্তত্বান্ মহান্। যুক্তিদীপিকা- ২৩। শ্রী যদুনাথ ত্রিপাঠী কৃত সম্পাদিত, কলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১১, পৃঃ ২৪৪

১৪) ক) শর্মা, পূর্ণচন্দ্র (সম্পাদিত)। সাংখ্যকারিকা-২৩। কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭, পৃঃ ১৪৫

খ) মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত)। সাংখ্য দর্শন (সাংখ্যপ্রবচন সূত্র-২/১৩)। কলিকাতাঃ বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৯৭, পৃঃ ৮৪

১৫) গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র (সম্পাদিত), সাংখ্যতত্ত্বকোমুদী-২৩। কলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬ পৃঃ ২০৮

১৬) অন্তঃকরণং ত্রিবিধম্-বুদ্ধিরহঙ্কারো মনঃ ইতি, শরীরাভ্যন্তরবর্তিত্বাদন্তঃকরণম্। সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী-৩৩। তদেব, পৃঃ ২৪৯।

১৭) ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ, সাংখ্য দর্শন। কলিকাতাঃ কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা: গ্রন্থাঙ্ক-৪৬, ১৯৮৫, পৃঃ ২৩১-২৩২

১৮) মিশ্র, শ্যামাপদ (সম্পাদিত)। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-১৪। কলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯০, পৃঃ ৯৬

১৯) এবাঞ্চভ্যুপগমে জ্ঞানং পুরুষস্যেতি সিদ্ধং ভবতি, ন বুদ্ধিরন্ত-করণস্যেতি। বাৎস্যায়নভাষ্য-৩/২/৩। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক অনুদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত, কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭, পৃঃ ১৯০

২০) মমেদং কর্ত্তব্যমিতি মদংশঃ পুরুষোপরাগো বুদ্ধেঃ স্বচ্ছতয়া তৎ প্রতিবিম্বাদতাত্ত্বিকো দর্পণস্যেব মুখোপরাগঃ। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী-৪৯। পঞ্চানন ভট্টাচার্যকৃত সম্পাদিত, কলকাতাঃ মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৬, পৃ: ২৪৬

২১) যদি বুদ্ধিনির্ত্যা দতা....অসংসারঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি (হরিদাসীটীকা-১৪)। শ্যামাপদ মিশ্র সম্পাদিত, কলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৯০, পৃঃ ৯৯

২২) জ্ঞানাধিকরণমাত্মা। তর্কসংগ্রহ -১৭। ইন্দ্রিরা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৫, পৃঃ ৭০

২৩) যুগপজেজ্ঞয়ানুপলব্বেশ্চ না মনসঃ। ন্যায়সূত্র-৩/২/১৯। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক অনুদিত, কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৭, পৃঃ ২২৩

২৪) ইন্দ্রিয়ৈম্মনসঃ সন্নিকর্ষাভাবাৎ তদনুৎপত্তি। ন্যায়সূত্র-৩/২/২১, তদেব, পৃঃ ২৩৯